Rs. 2.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : X Issue : II, 15th, May, 2021 বৈশাখ, ১৪২৮, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ ভারতের বুকে আছড়ে পড়েছে। ঢেউ না বলে 'সুনামি' বলাই ভালো। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারের গা-ছাড়া মনোভাব, অদূরদর্শিতা, কুম্ভমেলার আয়োজন এবং পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনী প্রচার সুনামিকে ইন্ধন যুগিয়েছে। অতিমারীর প্রতিরোধে ভারত সরকার দিশেহারা। এখনও জনস্বাস্থ্যে অবহেলা করে চলেছে। প্রতিষেধক কালোবাজারির জন্য মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

দেশের সবাইকে কত দিনের মধ্যে কোভিডের প্রতিষেধক দেওয়া হবে, তার লক্ষ্য এখনও ঠিক হয়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীরর নতুন প্রাসাদোপম বাসভবনসহ রাজধানী দিল্লিকে ঢেলে সাজানোর, 'সেন্ট্রাল ভিস্টা' প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-এর ডিসেম্বরে ধার্য হয়েছে। আমারা চাই ২০ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প স্থগিত রেখে সেই টাকা ভারতবাসীকে প্রতিষেধক দেওয়ার কাজে খরচ করা হোক।

সবধানে থাকুন। বিধিনিষেধ মেনে চলুন। যথাসম্ভব স্বেচ্ছাবন্দী থাকুন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমদের কার্যালয় মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার-রবিবার বন্ধ থাকলেও আমাদের ফোনগুলি সারাক্ষণই খোলা থাকবে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করবেন।

দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত, মমতা ব্যানার্জীসহ তৃণমূল কংগ্রেসকে আমাদের তরফ থেকে অভিনন্দন। আশা করি, কোভিড মোকাবিলাসহ জনজীবনের সমস্যাগুলির সমাধানে, বিশেষ করে, প্রবীণদের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলির সমাধানে নবনির্বাচিত সরকার সচেষ্ট হবেন।

এই সংখ্যাটি শ্রদ্ধার্ঘ-সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হল।

মে মাসের শ্রদ্ধা
গৌতম রায়চৌধুরী

আমাদের প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ৯ মে, অর্থাৎ ২৫ বৈশাখ তাঁর ১৬০তম জন্মদিন। উগ্র জাতীয়তাবাদ (ফ্যাসীবাদ) এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে যখন ভারতের আকাশবাতাস সমাচ্ছন্ন, যখন করোনা অতিমারীর দাপটে সবাই গৃহবন্দী তখনই তো তাঁকে স্মরণ করার উপযুক্ত সময়।

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।

....

ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো"।
ধর্মমোহ। পরিশেষ কাব্যগ্রন্থ। ৩১ বৈশাখ, ১৩৩৩॥

এই দুঃসময়েও কবি আমাদের আশাবাদী হতে বলছেন,

"যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,

....

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা ॥"

দুঃসময়। কল্পনা কাব্যগ্রন্থ। ১৫ বৈশাখ, ১৩০৪ ॥

এই মে মাসেই, রবীন্দ্রনাথের পর আক্ষরিক অর্থে 'আন্তর্জাতিক বাঙালি' বলতে যাঁর নাম প্রথমেই উচ্চারিত হয়, সেই সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ (২ মে, ১৯২১)। তিনি বঙ্গীয়, তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র মাধ্যমকে আন্তর্জাতিক আভিজাত্যের অঙ্গণে উত্তীর্ণ করেছিলেন। শুধু চলচ্চিত্র নয়, সংগীত-সাহিত্য-চিত্রশিল্প—সব ক্ষেত্রেই তিনি নিজস্বতার সাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর জীবন ও সৃষ্টির বিভিন্ন পর্ব নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। আমরা শুধু পরিচালক সত্যজিতের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানি, রাজনৈতিক কমিটমেন্টের অভাব নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে, কিন্তু শিল্পীর সামাজিক কর্তব্য নিয়ে সত্যজিতের দিকে আঙুল তোলা যাবে না।

আজকের ভারতের প্রধান সমস্যা বৈষম্য—আয়ের, সুযোগের এবং সম্পদের বৈষম্য। আরেকটি সমস্যা ফ্যাসীবাদ বা উগ্র জাতীয়তাবাদ, তারই সঙ্গে আছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে সত্যজিৎ তাঁর বিভিন্ন সিনেমায় এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১৯৮০ সালে নির্মিত, গীতিমুখর 'হীরক রাজার দেশে', অন্যতম ফ্যাসি-বিরোধী ছবি। উৎপল দত্ত অভিনীত 'হীরক রাজা' সর্ব অর্থে এক ফ্যাসিস্ট নেতা। তাঁর একমাত্র কাজ হিরের খনি লুট করে রাজভাণ্ডারে মজুত করা। বিদ্রোহী প্রজাদের গ্যাস চেম্বারে না পাঠিয়ে, যন্তর-মন্তরে এক বৈজ্ঞানিকের হেফাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মগজ ধোলাই-এর জন্য। হীরক রাজা প্রতিবাদ সইতে পারেন না। লোকে পড়াশোনা শিখলেই প্রতিবাদ করে। তাই রাজার হুকুমে দেশের সব পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেল। বর্তমান শাসকদলও বেশি পড়াশোনা ভালোবাসে না, দিল্লি বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা হয় দেশদ্রোহী নয় 'আরবান নকশাল'। বিশ হাত উঁচু নিজমূর্তি হীরকরাজা নিজেই উন্মোচন করবেন বলে অতিথিদের আমন্ত্রণ করেছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও গুজরাটের পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিজের নামেই উদ্বোধন করেন। অবশেষে, 'দড়ি ধরে মারো টান/রাজা হবে খান খান।'

আবার 'গণশত্রু'-তে পুরসভার চেয়ারম্যান নিশীথ, মন্দির সংলগ্ন জলের লাইনের ফাটল দিয়ে পয়ঃপ্রণালীর নোংরা প্রবেশের খবরটি চেপে দিতে চায়। কারণ শহরে জণ্ডিসের প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী ওই নোংরা। তাঁর দাদা, সৌমিত্র অভিনীত 'চিকিৎসক' জলের নমুনা পরীক্ষা করে দূষণের উৎসটিকে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশের উদ্যোগ নেন। কিন্তু চেয়ারম্যান নিশীথের হস্তক্ষেপে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ প্রথমে রাজী হলেও পরে অস্বীকার করে। বর্তমান ভারতের মিডিয়ার সঙ্গে অদ্ভুত মিল খুঁজে পাবেন। বাধ্য হয়ে, চিকিৎসক এক সভার আয়োজন করে। সেখানে নিশীথ বিষয়টিকে নিয়ে যায় ধর্মীয় বিতর্কে, দাদাকে জনতার সামনে প্রশ্ন করে 'তুমি হি হিন্দু? কতবার গেছ মন্দিরে?' যেই

ডাক্তারবাবু বলেছেন তিনি মন্দিরে যান না, সঙ্গে সঙ্গে বিতর্কের শেষ। তারপর শুরু বোমাবাজি, চাকরি থেকে বিতাড়ন, বাড়ি ছাড়ার নোটিশ। বর্তমানের হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় উন্মাদনার সঙ্গে সহজেই মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

যুদ্ধবিরোধী আর এক ছবি, 'গুগাবাবা'য় জহর রায় অভিনীত 'হাল্লারাজার' মন্ত্রী ক্ষুধার্ত রাজকর্মচারীকে মাংস খেতে খেতে উপদেশ দেন, 'দু'দিন বাদে যুদ্ধ, খাই খাই করিস কেন?' শাসকের যুদ্ধের জুজু দেখানো খেলাটা আমরা ধরে ফেলি। কারাগারে বন্দী গুপী গান ধরে—

'একবার ত্যাজিয়ে সোনার গদি
রাজা মাঠে নেমে যদি
হাওয়া খায়—
তবে রাজা শান্তি পায়।'

অর্থাৎ প্রজার সুখেই রাজার সুখ।

এই সংখ্যার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করব কবিতার ঈশ্বর শঙ্খ ঘোষকে। ২১ এপ্রিল, কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ কেড়ে নিল কবিকে। শুধু বাংলা সাহিত্য অনাথ হল, তা নয়, আমরা সকলেই হারালাম আমাদের অভিবাহককে। কবিতার মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সমাজের বিবেক।

১৯৩২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, অবিভক্ত ভারতের চাঁদপুরে জন্ম। জীবনে পুরস্কার পেয়েছেন অনেক—পদ্মভূষণ (২০১১), জ্ঞানপীঠ (২০১৬), সাহিত্য আকাদেমি (১৯৭৭) ও আরও অসংখ্য। তবে সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন পাঠকের ভালোবাসা।

শুরুতে কোচবিহারে খাদ্যের দাবীতে পুলিশের গুলিতে নিহত এক মেয়েকে নিয়ে লেখেন 'যমুনাবতী'। সদ্য স্বাধীন দেশে অনাহার পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর কলম গর্জে উঠল—

"পেশীর দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ়জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল।
....
যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রাতে বারুদ বুকে নিয়ে
বিয়ের টোপর নিয়ে।"

কবি বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি ভালো লাগেনি, কারণ তাঁর মতে শুধু জঠরজ্বালা নিয়ে কবিতা হয় না। আমাদের সৌভাগ্য নবীন কবি তাঁর স্বধর্মচ্যুত হননি। জরুরি অবস্থাকালীন শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রুপ ছুড়ে দেন "আপাতত শান্তি কল্যাণে"—লিখে। পরেও শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি লেখেন—

"আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে
যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন দিয়েছি
নরক করে।"

সবিনয় নিবেদন।

চার বছর আগে, ২০১৮-এর মে মাসে উন্নয়নের ঢক্কানিনাদের বিরুদ্ধে তাঁর কশাঘাত—

"দেখ খুলে তোর তিন নয়ন
রাস্তা জুড়ে খড়্গ হাতে
দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন।"

মুক্ত গণতন্ত্র॥

তাঁর কবিতা বিশেষ কোনো ঘটনা বা সময়ের উপর ভিত্তি করে লেখা হলেও সেটা আজও খুব প্রাসঙ্গিক। আজ সারা দেশ জুড়ে যখন ফ্যাসিবাদের দাপাদাপি তখন তাঁর প্রয়াণ আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি। তবু তাঁর কবিতাই আমাদের দুঃসময়ের সঙ্গী।

"কিছুই কোথাও যদি নেই
তবু তো ক'জন আছি বাকি
আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।"

স্মরণ উৎপল দত্ত

মৃণাল দত্ত

নির্বাচনের জমজমাট লড়াইয়ের মধ্যে চলে গেলো ২৯ মার্চ। এই দিনের ১৯২৯ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্ব বাংলার বরিশাল জেলায় জন্মেছিলেন উৎপল দত্ত।

কিশোরবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর ঝোঁক পরবর্তীকালে বাংলা নাট্য জগতকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৪০ সালেই ইংরেজি নাটকের প্রতি তিনি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন। এই আকর্ষণ থেকেই তিনি 'দ্য শেক্সপীয়ারস' নামে গোষ্ঠী তৈরি করে 'রিচার্ড থ্রি' অভিনয় করেন। উৎপল দত্তের এই বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণ বোধ করে জিওফ্রে ক্যান্ডেল। তিনি এই দলকে নিয়ে ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতসহ দূরবিদেশে এবং পাকিস্তানেও অভিনয় করান। ১৯৪৯ সালে জিওফ্রে ক্যান্ডেল ভারত ত্যাগ করেন এবং উৎপল দত্ত তাঁর নিজস্ব নাট্যদল এল. টি. জি, পরে পি. এল. টি. তৈরি করেন। ইতিমধ্যে তিনি ভারতীয় গণনাট্যে যুক্ত হন (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য) ও বাংলায় বিভিন্ন জনপদে অভিনয় করেন। পরবর্তী তিন বছর তাঁর পরিচালনায় অভিনীত হয় ইবসেন, বার্ণাড শ, গোর্কি, কনস্ট্যানটিন সিমোনভের নাটক। তিনি এপিক থিয়েটারের ভঙ্গিকে বদলে দিয়েছেন। জীবন ধারনের জন্য উৎপল দত্ত বেশ কিছুকাল সাউথ পয়েন্ট বিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ান। সেন্ট জেভিয়ার্সে ইংরেজিতে অনার্স সহ তিনি স্নাতক ছিলেন। ১৯৫০-এ 'মধুসূদন' বাংলা নাটকের সূত্রে বাংলা নাট্যাভিনয়ের জগতে তিনি সাড়া ফেলে দেন। ১৯৫৯ সালে মিনার্ভা থিয়েটার লিজ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে নাট্য পরিচালনা, নাটক রচনা এবং অভিনয় প্রগতিশীল নাট্য জগতকে প্রায় সম্মোহিত করে রাখে। ওই সময়ের কয়লাখাদানের শ্রমিকদের নিয়ে রচিত 'অঙ্গার' অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা পায়। পরে 'কল্লোল' নাটকের উপর মস্তানবাহিনী হামলা চালালে নাট্যকর্মীরা সারা শহর 'কল্লোল চলছে চলবে' পোস্টারে ছয়লাপ করে দেন। জনপ্রিয় সঙ্গীতকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই ছবিতে সুর দেন। বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহের এই নাটকের জন্য ১৯৬৫ সালে উৎপল দত্তকে জেলে যেতে হয়।

নাটককে সমাজ বদলের হাতিয়ার রূপে উৎপল দত্ত গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে তিনি যাত্রাদল গঠন করেন। আর্য অপেরা, বিবেক যাত্রা সমাজ তাঁরই হাতে তৈরি। [Theatre is a weapon to fight] অর্থ উপার্জনের কারণে তিনি হিন্দি সিনেমায় অভিনয় শুরু করেন এবং অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে যান। মৃণাল সেন পরিচালিত হিন্দি ছায়াছবি 'ভুবন সোম'-এ অভিনয়ের দৌলতে তিনি 'নাশ্যানাল ফিল্ম' অ্যাওয়ার্ড পান। সেরা কৌতুক অভিনেতার পুরস্কার ফিল্ম ফেয়ারও তাঁর অন্তর্গত হয়।

বামপন্থায় বিশ্বাসী উৎপল দত্ত সারাজীবন নাটককে গণসচেতনতার আধার রূপে গ্রহণ করেছিলেন। নির্বাচনী নাটক রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কয়েক বছর আগে নির্বাচনের জন্য তাঁর লেখা 'দিনবদলের পালা' নিয়ে তিনি মাঠে ময়দানে নেমেছিলেন। তাঁর 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকের উপর তৎকালীন সরকার বিরূপ মনোভাব দেখান। নাটক বন্ধের জন্য বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালানো হয়। নির্দেশনায় সকল

অভিনেতাকে সমান গুরুত্ব দিতেন। ফলে মঞ্চ হয়ে উঠত প্রাণবন্ত, সাবলীল।

১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট এই বরেণ্য অভিনেতা, সমাজ বদলের দিশারী নাট্যকার প্রয়াত হন।

যুদ্ধ জয়ের গান

মৃণাল দত্ত

প্রীতিময় পৃথিবীতে
এত হাসি এত গান
প্রাকৃতিক বিস্ফোরণে
সেখানেও কান্নায় ভাসা ...
অতিমারীর অদৃশ্য কৃপাণে
মৃত্যুর বিষাক্ত ছোবলে কতিপয়
মনুষ্য হৃদয় হারায়
বহু সাধনায় অর্জিত বিজ্ঞানের
অধ্যবসায়ী অস্ত্র ...
নাহলে কে আর বলতে পারে
বাজাও থালা বাজাও ঘন্টা
প্রগাঢ় বিশ্বাসে গোমূত্র পান করো
মোমবাতির আলো জ্বেলে
হটাও করোনার সহস্র বাহু!
যতোই আসুক ঝড় প্রকৃতির রুদ্ররোষ
একদিন মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগে,
সতর্ক প্রহরায় সাবধানী পদক্ষেপে
পরাজিত হবে অতিমারীর বিষবৃক্ষ
আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগে
আবারো মানুষ গাইবে
যুদ্ধ জয়ের গান॥

নববর্ষে মিলনোৎসব

প্রতিবেদক - স্নেহাংশু চাকদার

গত বৃহস্পতিবার ১লা বৈশাখ ১৪২৮ (১৫ এপ্রিল ২০২১) চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বেথুন ইন্সটিটিউট এবং জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে বিকাল ৫ টায় বাৎসরিক মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পেলব মুখার্জী। ডাঃ কৃষ্ণা হালদারের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সভাপতি সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে মিলনোৎসবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। প্রয়াত সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী পয়লা বৈশাখকে বেছে নিয়েছিলেন, যেদিন জয়ার শ্রমিকরা একত্রিত হবেন। আজ অনেকেই নেই। তবু আমরা এখনও তা চালিয়ে যাচ্ছি। গত বছর COVID-19-এর কারণে সংস্থার সকল কর্মসূচী আমরা পালন করতে পারিনি। কিন্তু আমরা সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি সদস্যপদ নবীকরণের আহ্বান জানান এবং পরিচিতদের সদস্যপদ নবীকরণে সাহায্য করতে বলেন। সকলের সুস্থতা কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

গৌতম রায়চৌধুরী সবাইকে স্বাগত জানিয়ে দুই সংস্থার দীর্ঘদিনের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি প্রয়াত বিমল চ্যাটার্জীসহ জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের দুরদৃষ্টির প্রশংসা করেন। কারণ বহু আগেই তাঁরা প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যার কথা উপলব্ধি করে তার সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যেহেতু বর্তমানে আমরা

প্রতিনিয়ত অবক্ষয়ের মুখোমুখি হচ্ছি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় উন্মাদনা বিপদের সৃষ্টি করেছে, তাই ধর্মনিরপেক্ষ এই বর্ষবরণ বা মিলনমেলা অনুষ্ঠানের এটাই প্রকৃষ্ট সময়। দলমত নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষের এই উৎসবই পারবে ধর্মের মোহের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে।

সম্পাদক দীপেশ মিত্র জয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দীর্ঘ শ্রমিক আন্দোলনের কথা স্মরণ করে, যুগান্তকারী আন্দোলনের সেই দৃপ্ত ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করেন। বেথুন ইনস্টিটিউট-এর সৃষ্টি এবং বর্তমানের অগ্রগতি যে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের অবদান তা মনে করিয়ে দেন। বর্তমান ইউনিয়নের অধিকাংশ সদস্য প্রয়াত হয়েছেন, বাকীদের অধিকাংশ অসুস্থ। আজকের এই পরিস্থিতিতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন সরস্বতী সরকার এবং সর্বাণী সাহা। সুজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী আবৃত্তি করেন। সবশেষে তপন কুমার দাস-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গৌতম রায়চৌধুরী।

১ এপ্রিল থেকে ২০২১ - ২০২২ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৮ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৭০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দুরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

কম খরচে
রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধে ৭টা

২) ডঃ বিপ্লব আচার্য এম.এস। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা

৩) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধে ৭টা

৪) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা

৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার, ৮টা

৬) ছন্দোলীনা মহামাত্র এম.এ (সাইকোলজি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা

আবেদন ______________

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in